কিশোর গল্প সংকলন

গল্পবেলা

গল্প পড়ার আগে

শিশু-কিশোরদের মনের দুনিয়া দারুণ রঙিন। সেখানে ফুল হয়ে নানান রঙের গল্প ফুটতে থাকে। অনেক যত্ন করে তা তুলে আনতে হয়। সেই ফুল তুলতে গিয়ে আমাদেরও হারিয়ে যেতে হয় সোনালি শৈশবে। তাহলেই খুঁজে পাওয়া যায় কল্পনার ঘুড়ি। যে ঘুড়ির লাটাই আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কিশোরদের রঙিন দুনিয়ার সেই সব বিষয়ের অনেকগুলো গল্প নিয়ে আমাদের *গল্পবেলা*।

দন্ত্যস রওশন
১ জানুয়ারি ২০২৫
ঢাকা

সূচি

স্বপ্নটা	১১
বাবা-মাকে নিয়ে গান	১৮
পাখাটা দিন বাতাস করে দিই	২৫
রাত বারোটায়	৩৪
তূর্যর কথা কি বিশ্বাস করবে	৪৩
গত মাসের পাঁচ তারিখে	৫৩
দুই পরি রিকশায়	৬২
যে কারণে বাসা ছেড়ে দিলাম	৭০
ইমু ভাই আসছে	৭৮
ডানপিটে স্পোর্টিং ক্লাব	৮৬
বেয়াদব	৯৮
মূর্তিটা হেঁটে বেড়াচ্ছে	১০৬
শানু ভাই	১১৩
হ্যালো ধানমন্ডি থানা	১১৯
মুক্তিযুদ্ধের নৌকা	১২৭
পিপলু ও বাদামওয়ালা	১৩৩
আমজাদ বাঁচাল ঠাকুরমাকে	১৪২
চেন্নাই যাওয়ার সময় যা ঘটেছিল	১৫০
মেডিক্যাল হোস্টেল	১৫৮
তুবা কি বাড়ি যেতে পেরেছিল	১৬৬
সাইকেল চালানো শিখাতে গিয়ে	১৭৩
ভূত সেজেছিল	১৮২
মামা	১৯০
রেণুবালা ম্যাডাম	১৯৯

স্বপ্নটা

১

রাস্তায় আইল্যান্ড। আসাদ গেট। সেই আইল্যান্ডে মরিয়ম থাকে। মা, এক ভাই আর মরিয়ম। মরিয়মের বয়স ছয়। ভাইয়ের বয়স দুই।

আইল্যান্ডের ওপর একটি বিছানা পাতা। সেখানে ভাইকে শুইয়ে রাখতে হয়। ভাই যখন ঘুমায়, তখন মরিয়ম গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। হাত পাতে।

'দুইটা টাকা দেন।'

আইল্যান্ডের শেষ মাথায় এরা থাকে। ট্রাফিক সিগন্যালে। সিগন্যাল পড়তেই গাড়ি থেমে যায়। কখনো কখনো ভাই সাদ্দামকে কোলে নিয়েও সে ভিক্ষে করে।

'স্যার, দুইটা ট্যাকা দেন।'

মায়ের নাম রোকেয়া। সেও বিভিন্ন সিগন্যালে দৌড়ে যায়। হাত পাতে। গাড়ির দরজায় ঠকঠক শব্দ করে।

দুপুর বেলা ভাইবোন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কোত্থেকে যেন মা ছুটে এলো। তার গা-মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মরিয়মকে ঘুমাতে দেখেই রাগে তার গা জ্বলে উঠল। হঠাৎ করে মরিয়মের গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। চমকে উঠল মরিয়ম। হাঁ করে তাকিয়ে

রইল সে মায়ের দিকে। মা তাকে আরও দুটো থাপ্পড় মারে। ভেউভেউ করে কান্না শুরু না করা পর্যন্ত মার চলতেই থাকে। পিঠে দুম করে একটা কিল দেয় মা। মরিয়ম কঁকিয়ে উঠে। কান্না শুরু করে মরিয়ম। মায়ের মার দেওয়া থামে।

'কয় ট্যাকা পাইচ্ছস?' মা রোকেয়া জানতে চান।

মরিয়ম প্যান্টের কোঁচ থেকে টাকা বের করে।

'মাত্র দশ ট্যাকা। দশ ট্যাকায় তোর খাওন অইবো?'

মরিয়ম কিছু বলে না।

'নে কোলে নে। সাদ্দাম রে কোলে নে।'

মায়ের হইচইয়ে সাদ্দামের ঘুম ভেঙে গেছে। মরিয়ম ভাইকে কোলে নিয়ে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'এই বয়সেই ভিক্ষে করতে শুরু করেছে। বড়ো হলে কী করবে বুঝতেই পারছেন। আর ছোটোটাকে দেখেছেন, কেমন চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে?' মাইক্রোবাসের এক যাত্রী আরেক যাত্রীকে বলে।

'শুধু তাকাচ্ছেই না। দেখেন, আমাদের দিকে হাতও নাড়াচ্ছে। টাকা চাচ্ছে। কী সুন্দর ট্রেনিং পেয়ে গেছে।'

গাড়ি থেকে লোকটি বলে, 'অ্যাই আমাদের বাসায় কাজ করতে যাবি?'

মরিয়ম কোনো কথা বলে না।

গাড়ির ভেতরে দুটি বাচ্চার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। তাদের হাতে দুটি চিপসের প্যাকেট। তারা চিপস খেতে খেতে মরিয়মকে দেখে।

২

সন্ধ্যা হয়েছে। আইল্যান্ডে রান্না চড়িয়েছে রোকেয়া। অনেক ধোঁয়া হচ্ছে। রোকেয়ার চোখে পানি চলে আসছে ধোঁয়ায়। সেই ধোঁয়া ট্রাফিক পুলিশের চোখেও যায়। তিনি বিরক্ত হন। আইল্যান্ডের সামনের অংশে

ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়ানো। সেখানে তার কাজ। আর পেছনের অংশে রোকেয়ার বাসা।

'বারবার কইতেছি, দ্যাশে চইলা যাও। তা তো যাইবা না।' ট্রাফিক পুলিশ রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে বলে।

রোকেয়া রেগে বলে, 'আপনার বাড়ির ঠিকানা দেন, চইলা যাই। তা তো দিবেন না। কতবার কইলাম বাড়িঘর নাই। তারপরও কন দ্যাশে চইলা যাও।'

ট্রাফিক পুলিশ একটি রিকশা আটকেছে। ঠাস করে রিকশাওয়ালার পিঠে একটা ঘুসি বসিয়ে দেয়।

'অ্যাই, তুই সংসদ ভবনের অ্যাই রাস্তায় রিকশা ঢুকাইলি ক্যান। বাড়ি কই তোর?'

'বাড়ি স্যার পাকুন্দিয়ায়। মাফ কইরা দেন।'

পাকুন্দিয়া শব্দটি রোকেয়ার কানে যায়। সে এগিয়ে যায় রিকশার দিকে।

'বাড়ি কুন, পাকুন্দিয়া? আমার বাড়িও পাকুন্দিয়া।'

ট্রাফিক পুলিশ আরও এগিয়ে এসে বলে, 'খাড়া, তোরে মাফ করতাছি। ভিআইপি রোডে আইসা মাফ চাইতেছোস।'

ট্রাফিক পুলিশ রিকশার চাকা ফুটো করে দেয়।

'ফু ও ও ও স। ফ ও ও ও স' করে চাকার বাতাস বের হতে থাকে।

রোকেয়া এগিয়ে এসেছিল।

'করেন কী। করেন কী?'

কিন্তু ট্রাফিক পুলিশ তার আসার আগেই চাকার পাম্প ছেড়ে দিয়েছে।

ফুস, ফুস শব্দ শুনে সেখানে দৌড়ে এসেছে মরিয়ম। রিকশার চাকা থেকে বাতাস বের হওয়া দেখছে। সে খুব মজা পেয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশের ওপর খুব রাগ হলো রোকেয়ার। সেই রাগেই মনে হয় মেয়ের পিঠে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মারে।

'খালি তামশা দেখে। যা কাম কর। দেহোস না, সিগনেল পড়ছে।' মরিয়ম কাঁদতে কাঁদতে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

'স্যার, দুইডা ট্যাকা দেন।'

রোকেয়ার বাড়িও কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়াতে। রিকশাওয়ালার প্রতি তার খুব মায়া হয়েছে। আর পুলিশের ওপর সে বেজায় খাপ্পা হয়ে ওঠে। রান্নার চুলায় সে পলিথিন ঢোকাতে লাগল। পলিথিন দিলে বেশি ধোঁয়া হয়। রোকেয়া চাচ্ছে সে ধোঁয়া যেন পুলিশের চোখে গিয়ে লাগে।

কিন্তু সে ধোঁয়া রোকেয়ার চোখে এসেই লাগে।

৩

প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে বিকেল বেলা। মরিয়মের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সাদ্দাম।

মরিয়ম কোথায় যাবে এখন?

রোকেয়া কোথায় যাবে এখন?

ট্রাফিক পুলিশের হাতে একটি বড়ো ছাতা। ছাতা মেলে ধরেন ট্রাফিক পুলিশ। মরিয়ম আস্তে আস্তে সেদিকে যায়।

'আয়, এদিকে আয়। আমার ছাতার নিচে আয়।' পুলিশ ডাকে।

মরিয়ম ভাইকে কোলে নিয়ে ছাতার নিচে দাঁড়ায়। এক ছাতার নিচে তিনজন। ট্রাফিক পুলিশ, মরিয়ম আর সাদ্দাম। মরিয়ম পুলিশের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। রোকেয়া দূর থেকে সব দেখছে। সে একটি বড়ো পলিথিন মাথায় দিয়ে বসে আছে আইল্যান্ডে। রোকেয়া নিশ্চিন্ত, তার দুই সন্তান ছাতার নিচে আছে।

আধাঘণ্টা পরই বৃষ্টি চলে যায়। রোদ উঠে। রোকেয়া পুলিশের দিকে তাকিয়ে হাসে। মরিয়মকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানায়।

পুলিশ রোকেয়ার দিকে এগিয়ে আসে।

'মরিয়মকে দিয়া দেও। আমি বাড়িত নিয়া যাই। আমার মাইয়ার মতোই থাকবো। রাজি কি না কও।'

রোকেয়া রেগে গিয়ে বলে, 'আজাইরা প্যাঁচাল পাড়বেন না। মরিয়মরে দিমু কোন দুঃখে। যান, কাজ করেন।'

ট্রাফিক পুলিশ রোকেয়ার ধমক খেয়ে নিজের জায়গায় আসে।

সিগন্যালে এসে দাঁড়ায়, নায়িকা জয়া আহসানের গাড়ি। সম্ভবত কোথাও শুটিংয়ে যাচ্ছেন। দারুণ সাজুগুজু করেছেন তিনি। জয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকায় মরিয়ম।

'আপনে কত্ত সুন্দর। দুইডা ট্যাকা দেন।'

জয়ার পাশের সিটের ভদ্রমহিলা বলেন, 'দেখেছ কি কনভিনসিং কথা। ট্রেনিংপ্রাপ্ত। চিন্তা করেছ?

জয়া সেদিকে কান না দিয়ে বলে। 'অ্যাই, আমার সঙ্গে যাবি?'

'যামু।' মরিয়ম উত্তর দেয়।

পাশের মহিলা বলেন, 'এইবার জয়া। এইবার কী করবে? ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

জয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কী বলবে বুঝতে পারে না। ওই মুহূর্তেই সিগন্যাল ছেড়ে দেয়।

জয়ার গাড়িটা আড়ংয়ের সামনে দিয়ে কলেজগেটের দিকে এগিয়ে যায়।

মরিয়ম সাদ্দামকে কোলে নিয়ে সেদিকে তাকায়।

রোকেয়া চিৎকার করে।

'হাত বাড়া, হাত বাড়া।'

মরিয়ম বলে, 'স্যার দুইটা টাকা দিবেন?'

৪

রাত হয়েছে বেশ। ক্লান্ত মরিয়ম। শুয়ে আছে। আইল্যান্ডে। আইল্যান্ডে বিছানো হয়েছে পলিথিন। পলিথিনের ওপর লাল রঙের ছেঁড়া ব্যানার। ব্যানারে লেখা 'আমাদের দাবি মানতে হবে'।